টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক

ডিজাইনের

=বিয়ের=

কার্ড

পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন

৫৯শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল!
৩১শে মে, ১৯৭২

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

বাঙ্গালীর দীর্ঘ প্রত্যাশিত ফরাক্কা প্রকল্প 'বাড়া ভাতে ছাই'

(বিশেষ সংবাদদাতা)

খবরে জানা গেল, ফরাক্কা দিয়ে ৪০ হাজার কিউসেক জল ভাগীরথীতে না দিয়ে ২০ হাজার কিউসেক জল দেওয়া হবে এইরকম একটা গোপন ব্যবস্থা কেন্দ্রের তরফ থেকে চলেছে। যদিও বর্তমান কেন্দ্রীয় সেচ-মন্ত্রী তাঁর নিজ দপ্তরের ভার পাওয়ার বহু পূর্বে ফরাক্কা প্রজেক্ট রিপোর্টে বলা হয় কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য এই ব্যবস্থা, তবু মন্ত্রীমহোদয় এখন বলছেন রিপোর্টে কোথাও গলদ ছিল। আন্তর্জ্জাতিক জল বিশেষজ্ঞ ডঃ হানসেন বলেছেন যে, কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাতে হলে কমপক্ষে ৪০ হাজার কিউসেক কিউসেক জল চাই ; এই অভিমতের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সেচ-মন্ত্রী বলছেন এই মতের বিপক্ষে অন্যমতও আছে।

স্মরণ থাকতে পারে যে, গঙ্গানদীর ৪০ হাজার কিউসেক জল নেওয়ার ব্যাপারে কয়েক বছর আগে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটা বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। আজ সে প্রশ্নে কর্তৃমহল নীরব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী **উত্তেজিত হয়ে** এমন মন্তব্য করেছেন যে, কলিকাতার কোন কোন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার তাঁকে 'বে-ইজ্জত করতে চান'। আরও জানা গেল যে, কেন্দ্রীয় সেচ-মন্ত্রী এমনও বলেছেন যে, কলকাতা বন্দর যাতে রক্ষা পায় সেজন্য সব ব্যবস্থা করা হবে।'

সব খতিয়ে এইটেই স্পষ্ট যে, কেন্দ্রীয় সেচ-মন্ত্রী ৪০ হাজার কিউসেক জল ফরাক্কা হতে কলিকাতা পাবে কিনা বলছেন না—অর্থাৎ পাবে না। কারণ উত্তর ভারতের সবুজ বিপ্লব। আর কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অর্থ এই যে, **আর একটা প্রকল্প হাতে নেওয়া যার কাজ দীর্ঘদিন ধরে হবে। আর ততদিনে কলিকাতা বন্দর (হলদিয়া সহ) শুকিয়ে পঙ্গুত্ব লাভ করবে।** উত্তর ভারতে যখন সবুজের ঢেউ তখন পশ্চিমবঙ্গ ধূ ধূ মরুভূমি।

জঙ্গিপুর প্রি-ইউ পরীক্ষাকেন্দ্রে আকস্মিক পরিদর্শক

গত ২৬।৫।৭২ তারিখ যখন জঙ্গিপুর কলেজে প্রি-ইউ পরীক্ষা চলছিল, সে সময় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে দুজন পরিদর্শক আকস্মিকভাবে হাজির হন। তাঁরা পরীক্ষাকক্ষগুলি 'ভিজিট' করতে যান। সে সময় চারিদিকে একটা **চাঞ্চল্য পড়ে যায়।** অবশ্য পরীক্ষা কীভাবে চলছে তার সম্বন্ধে তাঁদের কোন মন্তব্য শোনা যায়নি।

ধুলিয়ান পোষ্ট অফিসের কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার

গত ২৭শে মে, ধুলিয়ান পোষ্ট অফিসের ক্লার্ক অমিয়গোপাল দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, ফরাক্কা পোষ্ট অফিসে থাকাকালীন অমিয়-গোপাল দত্ত রেজিষ্ট্রেশন কাউন্টারে কাজ করতেন। সেই সময় তাঁহার দ্বারা ইস্যু করা কোন এক ইনসিওরের চার শত টাকা খোয়া যাওয়ার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ জঙ্গিপুরের সাবডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ৩৭৯ ধারা মতে একটা মামলা দায়ের করেছে। বর্ত্তমানে শ্রীদত্ত জামিনে মুক্ত আছেন।

প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাহত

গত ২৯শে মে, বেলা ১২॥০টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় আহিরণ গ্রামের শ্যামাপদ দাস যখন রিক্সা থেকে নেমে বাসে উঠতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় ঐ গ্রামের গণপতি দাস তাঁর গতিপথে বাধা দেয় ও তাঁকে মারধোর করে। শ্রীদাস প্রাণের ভয়ে নিকটস্থ চায়ের দোকানে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করে গণপতি দাস তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। রক্তাক্ত শ্যামাপদ দাসকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। প্রকাশ, গ্রাম্য দলাদলিই এর কারণ।

শেষ-সংবাদ

আজ ৩১শে মে, সাগরদীঘি থানার বাহালনগরে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। একদল লোক সকালে উক্ত গ্রামের অধিবাসী রুস্তম সেখের বাড়ীতে চড়াও হয়ে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার আঘাত করে ও টুকরো টুকরো করে ফেলে। তার স্ত্রী তাকে সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেও আক্রমণকারীরা সেখান থেকে খুঁজে বের করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বৎসর দেড়েক পূর্ব্বে ঐ গ্রামেই হাসেন মণ্ডলকে কে বা কারা হত্যা করেছিল। সন্দেহ করা হয়েছিল যে এই রুস্তম সেখই ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। তারই বদলা হিসেবে হাসেন মণ্ডলের সমর্থকরা এই ঘটনা ঘটায় বলে এখন অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এ ব্যাপারে হাসেন মণ্ডলের এক পুত্রকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ শূন্য ঢক্কা ফরাক্কা ॥

ফরাক্কা দিয়া গঙ্গার জল ভাগীরথীতে সরবরাহ করার ব্যাপারে কেন্দ্রের অনীহা সম্পর্কে আমরা একাধিকবার লিখিয়াছি। আশা ছিল, এই রাজ্যের নবনির্বাচিত জনপ্রিয় সরকার এইবার একটা সুরাহা করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কলিকাতা বন্দরকে গতাসু করিবার জন্য যাহা করা হইতেছে, তাহাতে আমরা যতটা ভাবিত, রাজ্যের সামগ্রিক ভাবনা যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত, তাঁহারা যদি ইহার একটি ভগ্নাংশও ভাবিতেন, তবে সান্ত্বনা মিলিত। পরের গোশালায় না হোক, নিজের গোশালাতে ধোঁয়া না দিলে মশা-মাছিরা নিজেদেরই উত্যক্ত করিবে—ইহা বুঝিবার মত সম্বিৎ সকলেরই থাকার কথা।

কিন্তু যে সমস্ত খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের সেচ দপ্তর কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটুও সচেষ্ট নন। উত্তর ভারতের কিছু সেচ প্রকল্প এখন কেন্দ্রের মুখ্য লক্ষ্য হইয়াছে। তাই ফরাক্কা দিয়া ভাগীরথীতে প্রস্তাবিত জলের বরাদ্দ চল্লিশ হাজার কিউসেকের স্থলে বিশ হাজার হইবে। চাহিদানুযায়ী ন্যূনতম প্রয়োজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ জল দিয়া কলিকাতাকে বাঁচাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন কেন্দ্রীয় সেচ-দপ্তর। এই যে উদ্যোগ, তাহার সম্পর্কে কলিকাতা পোর্ট কমিশনারস অন্ধকারে কেন—এ প্রশ্নের জবাব মিলিবে না। পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে এই অদ্ভুত বিচার পশ্চিমবঙ্গের অগোচরে ঘটিতে চলিয়াছে। কী প্রয়োজন ছিল কোটি কোটি টাকা এই ভাবে ব্যয় করিবার?

ভাবনা সেইদিন হইতে শুরু হইয়াছে যেদিন ফরাক্কার জলবিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সেচ-মন্ত্রী সেখানে যাওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের জলের দাবী শুনিয়াও কোন মন্তব্য করেন নাই। কলিকাতা বা হলদিয়া বন্দর জল অভাবে বিপন্ন হইলেও 'যা করবে সাঁই, তা কারও মনে নাই'। তাই কি মন্ত্রী-মহোদয় কোন 'কমিটমেন্ট' সম্পর্কে নীরব?

উত্তর ভারতে সবুজের ঢেউ বহাইতে হইবে পশ্চিমবঙ্গকে মরুভূমি করিয়া। সবচেয়ে আফশোসের কথা, যে ফরাক্কা প্রকল্প রচনা হয় কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহা কোন্ এক অজ্ঞাত স্বার্থে বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। আজ বাস্তব রূপায়ণের বহর দেখিয়া এ কথা ভাবা বিচিত্র নয় যে, ফরাক্কা প্রকল্প নিছক একটি ভাঁওতা; ইহা প্রয়োজনের সময়ে একটি ইলেকশন ষ্টান্ট মাত্র। আলোচ্য সমালোচনীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ ২০ হাজার কিউসেক জল কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাইতে পারিবে না; হুগলী নদীর নাব্যতা বজায় রাখিতে পারিবে না। ইহা বিশেষজ্ঞদের মত। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে বিশেষজ্ঞদের মতকে অগ্রাহ্য করা হয় কি করিয়া। পদমর্যাদায় হয়ত তাহা সম্ভব, বাস্তববুদ্ধিতে তাহা হাস্যকর। পূর্বের ন্যায় আমরা আবার বলিতেছি যে, ফরাক্কা প্রকল্পটি কেবল গঙ্গানদী পারাপারের সেতুবন্ধ ছাড়া কাজেকর্মে আর কিছু বর্তমানে নয়। সুতরাং প্রজেক্ট রিপোর্টটি বদলাইয়া লেখাই ভাল।

একটি মাত্র কথা আমাদের বলিবার আছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যকে লইয়া পরিহাস করার ব্যবস্থা যদি পাকা হইয়া থাকে, তবে রাজ্য সরকার কি রোমসম্রাট নীরোর ভূমিকায় রহিবেন? তথাকথিত কেন্দ্রীয় পদস্থ ব্যক্তিদের স্তোকবাক্যে এখনও কি তাঁহারা ভুলিয়া থাকিবেন? আমরা মনে করি, ফরাক্কা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যকে কোন মূল্য দেওয়া না হইলে রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে অনেক করণীয় আছে। জনপ্রিয় রাজ্যসরকারের মন্ত্রিবৃন্দ দেশের জন্য যদি একটুও ভাবেন, তবে কলিকাতা—হলদিয়া—ভাগীরথীর মৃত্যুঘন্টা বাজানর প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়া বন্ধ করুন। আপন দাবী-দাওয়া পুরাপুরি আদায় করুন, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন, প্রয়োজন হইলে একযোগে পদত্যাগ করুন। কয়েকটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য মন্ত্রীত্ব নয়। রাজ্যপাল শ্রীডায়াসকে ধন্যবাদ, তিনি পশ্চিমবঙ্গের কথা কেন্দ্রে জানাইয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুটা বিমাতৃসুলভ দৃষ্টি বরাবরই আছে—এ কথা আমরা একাধিক প্রবন্ধে লিখিয়াছি। এখন ফরাক্কার ঘটনায় কেন্দ্রের এই মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা এবং অপরাপর রাজনৈতিক সংস্থা আপন আপন দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের বাঁচা-মরার নিদারুণ সংকটে কেন্দ্রের এই আচরণের জন্য উপযুক্ত কার্যপদ্ধতি যদি গ্রহণ না করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক দলই জনগণকে কেবল ধাপ্পা দিয়া কাজ হাসিল করিতে চান। বাংলা মরিবে, বাঙ্গালী মরিবে, বাংলার গুরুত্ব দিনের দিন খর্ব হইবে—ইহা বরদাস্ত করা আর আত্মহননের পথ পরিষ্কার করা একই কথা। ফরাক্কার ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী কী চাহেন এবং রাজ্যমুখ্যমন্ত্রীই বা কী ভাবিতেছেন বা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

কেন এই পার্থক্য?

হ্যালো……D. E. T. অফিস কলকাতা। কে কথা বলছেন? D. E. T? ……আমার একটা অভিযোগ আছে। ….. কোথা থেকে বলছেন? … রঘুনাথগঞ্জ পাবলিক কল অফিস থেকে কল বুক করে বলছি। যাক্ এবার অভিযোগটা শুনুন। ….. পাবলিক কল অফিস থেকে কলকাতার চার্জ্জ নিচ্ছেন তিন টাকা কুড়ি পয়সা কিন্তু আমার নিজস্ব ফোনে ট্রাঙ্ক-কল এর যে বিল আসে প্রতি মাসে, তাতে চার্জ্জ হচ্ছে পাঁচ টাকা… … এই পার্থক্যের কারণটা জানাবেন কি? ……তা বেশ, পরেই খোঁজ নিয়ে জানাবেন। —আচ্ছা, নমস্কার।

ডাকাতি

গত ২৫শে মে রাত্রে সাগরদীঘি থানার বন্যেশ্বর গ্রামের ভক্তি মালের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তরা সংখ্যায় ৮।১০ জন ছিল। দুর্বৃত্তরা বাড়ীতে হানা দিয়ে গৃহস্বামীকে মারধোর করে ও সর্ব্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়। যাবার সময় তারা কয়েকটি বোমা ফাটাই।

কাছের মানুষ যোগীন্দ্রনারায়ণ

—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

যাঁরা ভগবদ্দর্শন লাভ করেছেন এমন সব মহাপুরুষদের আমরা সিদ্ধ পুরুষ বলে মনে করি। এ রকমের মহাপুরুষরা কেউ প্রচার করে বেড়ান না যে তাঁরা সত্য দর্শন করেছেন। তাঁদের আচারে আচরণে মানুষ যখন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই তখন তাঁরা যতই ছদ্মবেশে থাকুন না কেন তাঁদের ধরে ফেলে। এমনই এক অতি পরিচিত সাধু ছিলেন পণ্ডিত মশায়। তাঁকে আমরা জঙ্গিপুরের লোক বলেই দাবি করতে পারি। তাঁর জন্ম পাঁচথুপির কাছে সাবলপুরে হলেও, বাল্য ও শেষ জীবন কেটেছে জঙ্গিপুরে। তাঁর বাবা ভাগবতব্যাখ্যাতা নিমাই চক্রবর্তী মশায় জঙ্গিপুরের বৃন্দাবনবিহারী দেবের ঠাকুরবাড়ীতে দৈনন্দিন পুরাণ পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। পুত্র ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর কাছে থেকে জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। নিমাই চক্রবর্তী মশায় যতদিন জীবিত ছিলেন আমাদের ছোটকালিয়া বাড়ীর দুর্গোৎসবে পৌরোহিত্য করতেন। শেষের দিকে আমাদের বাল্যকালে যোগীন্দ্রনারায়ণও আসতেন, পুরোহিত পিতার সঙ্গে তন্ত্রধারক রূপে। তখন থেকেই আমাদের বাড়ীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। পরবর্তীকালে তিনি যখন জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত হিসাবে কাজে যোগ দিলেন তখন প্রথম কয়েক বৎসর, আমাদের ছোটকালিয়ার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়। অত্যন্ত কাছে থেকে দিবারাত্রি তাঁর সঙ্গলাভ করে তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করে, তন্ন তন্ন করে দেখে বুঝতে পারি মানুষই তীব্র তপশ্চর্যা ও সাধনায় দেবত্ব লাভ করে। নিজের চোখে তাঁর অনেক যোগবিভূতি প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু বিভূতি লাভ করলেই দেবত্ব লাভ হয় না। হঠযোগীদের পিশাচসিদ্ধদের এবং তাদের চেয়ে নীচু স্তরের বহু লোকের অলৌকিক অনেক কাজ দেখেছি কিন্তু তারা কেউ মহাপুরুষ নয়, হয়ত আমাদের চেয়েও নিম্নস্তরের লোক। সেই জন্য তাঁর এই রকমের আশ্চর্য শক্তি দেখে অভিভূত হয়নি, হয়েছিলাম তাঁর প্রতিদিনের আচার-আচরণ-অভ্যাসের মধ্যে মহৎ ঔদার্যে ও অসামান্য মানবতাবোধে তাঁর নির্লোভতায়, তাঁর নিক্রোধতায়, তাঁর সক্রিয় সহানুভূতি ও দয়ায়। কে কতটা আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাতে পারে, তাই দিয়ে আমরা বিচার করি কে কত বড় সাধু তাই ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী বহু ঠকও সাধারণ লোকের কাছে সাধু বলে প্রচারিত ও পূজিত হচ্ছে। ছোটকালিয়ায় থাকার সময় তাঁকে অসংখ্য লোক এসে বিরক্ত করত। তারা আসত ভাগ্যগণনার জন্য, মামলা মোকর্দমায় জয়লাভের পথ নির্দেশ করার জন্য অথবা এই রকমের শত শত স্বার্থসিদ্ধির উপায় বাৎলিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে--কদাচিৎ এক-আধ জন আসত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে। তিনি কিন্তু কখনও কারও উপরে বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। তিনি হাসিমুখে ভাগ্য-গণনা করে দিতেন, মামলাবাজদেরকে নিজের কিছু ক্ষতি স্বীকার করে মিটিয়ে নিতে বলতেন, সকলকেই বলতেন সৎজীবন যাপন করে শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করতে। তিনি যে সব আজ্ঞা দিতেন নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতেন। তাঁর "শিক্ষা" নামক একখানি উপদেশ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই পাণ্ডুলিপি পড়ার ও আলোচনা করার সৌভাগ্যও পেয়েছি। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধিলাভের কথা এই গ্রন্থের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে পরিস্ফুট। তিনি যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন তখন ১৩২২ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। আমাদের বাড়ীতে অবস্থানকালেও তাঁকে এই গ্রন্থ লিখতে দেখেছি। নির্জন ঘরে, বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হওয়ার পর গভীর রাত্রিতে এই বই লিখতেন। লেখার পর পরের দিন আমাকে পড়তে বলতেন। ধর্মসম্বন্ধে তাঁকে কোনও প্রশ্ন করলে "শিক্ষার অমুক খণ্ড পড়।" এই নির্দেশ দিতেন। 'শিক্ষা' পড়েই বুঝতে পারতাম পণ্ডিত মশায়ের জীবনই তাঁর উপদেশ।

(ক্রমশঃ)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৩০শে বৈশাখ সাগরদীঘি থানার তাঁতিবিড়ল গ্রামের যুব-সংঘের উদ্যোগে ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' নামক নাটকখানি মঞ্চস্থ করা হয়। প্রত্যেকের অভিনয় প্রশংসা অর্জন করে। অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে জনৈক গ্রামবাসী চারজনকে পুরস্কৃত করেন।

॥ আমি ও রামমোহন ॥

"দুই শত বৎসর পূর্বে আমি যখন একবার এই গৌড় দেশে জন্মিয়াছিলাম তখন খানাকুল-রাধানগরে রামমোহনও জন্মিয়াছিল। রামমোহনের মৃত্যুর পর আমি আরও কয়েকবার এদেশে জন্মিয়াছি কেবল মরিবার জন্য।

"বর্তমানে আমি রামমোহনকে পূজা করিতেছি। রামমোহনের কালে তাহাকে আমি অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। তাহাকে তখন মানিতাম না—এখনও মানি না। তখন তাহাকে অমান্য করিয়া, তাহার বিরোধিতা করিয়া সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাহিয়াছিলাম। তাহাকে মানিয়া চলা দুঃসাধ্য। তাই এখন তাহাকে পূজা করিয়া লোকের কাছে বড় হইতে চাহিতেছি। এখন ইহাই চলতি রীতি।

"তখন রামমোহনকে বিধর্মী বলিয়া গালি দিয়াছিলাম; নিজেকে হিন্দু বলিয়া জাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু বেদ তো দূরের কথা, একখানা বাংলা গীতাও কখন পড়ি নাই।

"এখন রামমোহনকে হিন্দুধর্মের সংস্কারক ও ত্রাণ-কর্তা বলিয়া নানা প্রকারে জটিল বক্তৃতা করিতেছি। যদিও সে বক্তৃতা আমার শ্রোতাদের মতই আমিও তেমন বুঝি না।

"তখন রামমোহনকে ব্রাহ্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছি; আমার গৃহে তখন শালগ্রাম শিলা ছিলেন। এখন নিজেকে বৈদান্তিক বলিয়া প্রচার করিতেছি; কারণ এখন আমার মুখে নিজস্ব দন্ত নাই।

"রামমোহন যখন সতীদাহ প্রথা নিবারণার্থ বায়না ধরিল তখন তাহাকে নিষ্ফল অভিসম্পাত দিয়াছি; ভাবিয়াছি আমার তরুণীকে অরক্ষণীয়া রাখিয়া একাকী চিতায় উঠিব! এখন দেখিতেছি আমার বিধবা ভাই-ঝিটি আছে বলিয়া দুইমুঠা রাঁধা ভাত পাইতেছি। আবার সে মহিলা-সমিতি করে বলিয়া বড় বড় সমাজসেবীরা আমাকে গুরুজন জ্ঞানে মান্য করে।

"রামমোহন যখন ইংরাজি শিক্ষা চালু করিতে চাহিয়াছিল তখন আমি নিজে সংস্কৃত না জানিয়াও তাহাকে ঐতিহ্য-বিনষ্টকারী বলিয়া ধিক্কার দিয়াছি। এখন ইংরাজ দেশ হইতে গিয়াছে, তবু ইংরাজি-আনার কৃপায় পিসে-প্রমুখাৎ 'সাহেব' হইয়াছি।

"রামমোহন বিলাত যাত্রা করিলে তাহার কত কুৎসা করিয়াছি। এখন একবার বিলাত যাইতে পারিলাম না বলিয়া নিজেকে হতভাগা মনে করিতেছি।

"অথচ আশ্চর্যের বিষয় রামমোহন জন্মের দুইশত বৎসর পরেও বরেণ্য মনীষীরূপে পূজা পাইতেছেন। কিন্তু আমি কুড়ি বার জন্মিলেও বিখ্যাত হইবার আশা দেখি না।"

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

উপরি-উদ্ধৃত রচনাটি আমার বলিয়া ভুল করিবেন না। উহা আমার এক বন্ধুর। সে স্পষ্ট নাম বলিতে বড় অনিচ্ছুক। আবার ছদ্মনাম গ্রহণেও আপত্তি করে। তাই নামটি গোপন রহিল। বারান্তরে যদি সম্ভব হয় নিজের রচনা পাঠাইব।

পৌরাণিক প্রণামান্তে

ভবদীয়—

চিন্তামণি বাচস্পতি

॥ সংবাদ-পরিক্রমা ॥

রেলওয়ে পতিত জমি প্রসঙ্গে

সাগরদীঘি, ২৮শে মে—সুদীর্ঘ পাঁচ-ছয় বৎসর থেকে অঞ্চল পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীবিশ্বরঞ্জন চৌধুরী (ভোলা) এবং ব্লক অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দাস সম্মিলিতভাবে নিম্নলিখিত ভূমিহীনদের অনুমোদিত রেলওয়ে পতিত জমির ফসল বেনামীতে ভোগ করছিলেন।

বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী ভোগ করছিলেন :—

দুখুন কুনাই—সাং পোপাড়া—৫০ শতক, ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল—সাং পোপাড়া—৫০ শতক, শ্যামাচরণ মাল—সাং হলদী—৪২ শতক মোট ১৪২ শতক।

মৃত্যুঞ্জয় দাস ভোগ করছিলেন :—

রণজয় দাস—সাং পোপাড়া—৪২ শতক, ধনঞ্জয় দাস—সাং পোপাড়া—৪০ শতক, কিশোরী মাল—সাং ডাংরাইল—৪০ শতক মোট ১২২ শতক।

সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস কর্মীরা তাঁদের উভয়ের বিরুদ্ধে বি, ডি, ও-র নিকট অভিযোগ তুললে তিনি তদন্তের নির্দ্দেশ দেন।

গত ৩রা মে চারজনের এক প্রতিনিধিদল জমিগুলির তদন্তে গেলে বিশ্বরঞ্জনবাবু তাঁদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং মারধোরের ভয় দেখান। যে চারজন তদন্তে গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন স্থানীয় যুব-কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবৈজনাথ ভকত, ব্লক কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ব্যানার্জ্জী, রেলওয়ে প্রতিনিধি মিঃ মজুমদার এবং উন্নয়ন সংস্থা অফিসের প্রতিনিধি শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তী। থানায় গিয়ে বিশ্বরঞ্জনবাবু লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। এই ঘটনার কিছুদিন আগে বিশ্বরঞ্জনবাবু বৈজনাথবাবুকে খুন করার হুমকি দেন।

গত মঙ্গলবার অঞ্চল প্রধান, বি, ডি, ও এবং কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপস্থিতিতে রেলওয়ে পতিত জমিগুলি সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয় এবং ফসল যাতে প্রকৃত ভূমিহীনরা ভোগ করতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়।

আট আনা তিন পয়সা সম্পত্তির জন্য.....

সাগরদীঘি, ২৪শে মে—সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামে মামার আট আনা তিন পয়সা সম্পত্তির জন্য ভাগ্নীকে ইঁদুর মারা বিষ খাইয়ে হত্যার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রকাশ, ভাগ্নী রওসেনাকে (১৯ তার বড় মামা আট আনা তিন পয়সা সম্পত্তি দান করেন। মেজ মামা আনেশ মহম্মদ ঐ সম্পত্তির জন্য রওসেনার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় তিন হাজার টাকার ডিগ্রী পায় রওসেনা। আনেশ মহম্মদ মামলা হেরে ভাগ্নীকে হত্যার এক চক্রান্ত করেন। এজন্য তিনি ঐ গ্রামের নয়াতুন বিবি নামে এক কুচক্রীর সাহায্য নেন। গত ২২শে মে নয়াতুন বিবি নয়া কায়দায় সর্দ্দির ঔষধের সঙ্গে ইঁদুর মারা বিষ মিশিয়ে রওসেনাকে খাইয়ে দেয়। ঐ বিষ মেশানো ঔষধ খেয়ে রওসেনা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সাগরদীঘি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয়। বর্ত্তমানে সে সুস্থ আছে।

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার জন্য তিনটি শয্যা খোলা হ'ল

গত ২৭শে মে বিকেলে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার জন্য স্থায়ীভাবে তিনটি শয্যা খোলা হ'ল। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য-আধিকারিক ডাঃ কে, আর, সরকার মহাশয় ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জঙ্গিপুরের পৌরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি উভয়েই রোগীদের প্রতি স্নেহশীল ব্যবহার ও যত্নসহকারে চিকিৎসার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন ও পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহ-স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা ডাঃ গোলোক দে মহাশয়। শয্যা কক্ষ উদ্বোধন করেন স্থানীয় এম-এল-এ জনাব হাবিবর রহমান সাহেব।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর পৌরসভার সমস্ত কমিশনার নির্ব্বাচনের জন্য মনোনয়ন-পত্র দাখিলের শেষ দিন ধার্য্য হইয়াছে আগামী ১৫ই জুন, ১৯৭২। ইচ্ছুক প্রার্থীদের আগামী ৫ই জুন হইতে ১৫ই জুনের মধ্যে বেলা ১১টা হইতে বৈকাল ৩টার মধ্যে (সরকারী ছুটির দিন বাদে) পৌরসভার হেড্ ক্লার্কের নিকট মনোনয়ন-পত্র জমা দিতে হইবে। (ক) মনোনয়ন-পত্র মহকুমা শাসকের অফিসে ও জঙ্গিপুর পৌরসভার অফিসে পাওয়া যাইবে (খ) কোন মনোনয়ন-পত্র সঠিকভাবে পূরণ না করিয়া ও তাহার সহিত ১৯৩২ সালের ২৫নং ধারার আইন অনুযায়ী টাকা জমা দিয়া রসিদ না গাঁথিয়া দিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে (গ) মনোনয়ন-পত্রের প্রতীক চিহ্নগুলি পৌরসভার অফিসে ও জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে দেখা যাইবে।

(মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত)

নদীর ভাঙন প্রতিরোধ করুন অসহায় গ্রামবাসীদের বাঁচান

ফরাক্কা থানার অন্তর্গত অর্জ্জুনপুর গ্রাম থেকে নয়নসুখ পর্যন্ত গঙ্গানদীর ভাঙন প্রতিরোধের জন্য মোট ১৬টি 'থাম্' (Spar) দেওয়ার কথা বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছিল। হাজারপুর বেসিক স্কুলের সামনের নদীর কিছু অংশকে কেন্দ্র করে ২০০ ফিটের ব্যবধানে 'আপ' এ ৯টি এবং 'ডাউন' এ ৭টি 'স্পার' দেওয়ার নক্সা অনুসারে রামরামপুর গ্রামের জুম্মা মসজিদের সামনে পর্যন্ত পাথর ইত্যাদি ফেলা হয়। কিন্তু বর্তমানে কোন এক অজানা কারণে সেই পূর্বের পরিকল্পনা ঘটিয়ে ঐ ১৬টি 'স্পার' এর মধ্যে ৪টি 'স্পার' ব্রাহ্মণগ্রামে দেওয়া হয়েছে। এবং তার ফলে রামরামপুর গ্রামের মধ্যে ৮০০ ফিট ফাঁক (Gap) পড়ে গেছে। আর এই 'ফাঁক' দেওয়ার জন্যে রামরামপুর গ্রামের ভাঙন প্রতিরোধের তেমন কোন সুব্যবস্থা হয়েছে বলে মনে হয় না।

রামরামপুর গ্রামবাসীদের আশংকা, যদি ইতিমধ্যে নদীর ভাঙন প্রতিরোধের তেমন কোন সুব্যবস্থা না হয়, তবে আগামী বর্ষায় এই গ্রামটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে রামরামপুর গ্রামবাসীরা আবেদন জানাচ্ছেন।

জঙ্গিপুর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের অভাবনীয় তৎপরতা

॥ মহঃ খালেকুজ্জামানের পত্র ॥

জঙ্গিপুর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ একটি দায়িত্বশীল সরকারী দপ্তর। এই বিভাগের যাঁরা কর্মী তাঁদের কারো কারো কর্মতৎপরতা একজন গ্রামবাসীকে কতটা বিপন্ন করে তুলেছিল, নীচের মুদ্রিত পত্রখানি তার প্রমাণ। আমরা মঃ খালেকুজ্জামানের পত্রটি হুবহু তুলে দিলাম। সম্পাদক, জঃ সঃ

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

মহাশয়, একটি বিশেষ সংবাদ আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি। আমি জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটিভুক্ত রাধানগরের অধিবাসী। আমি দীর্ঘ প্রায় নয় মাস খাদ্য বিভাগে যাতায়াত করিয়া গতকাল আমার রেশন কার্ড পাইয়াছি। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই যে—প্রায় নয় মাস পূর্বে আমি নূতন রেশন কার্ডের জন্য খাদ্য বিভাগে (জঙ্গিপুর) দরখাস্ত দিয়াছিলাম এবং তদন্তের ভার এস, আই শ্রীভট্টাচার্য্য-এর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। যথা সময়ে তদন্তও হইয়াছিল এবং তিনি ১৫ দিন পর তাঁহার সহিত দেখা করিয়া রেশন কার্ড লইয়া আসিতে বলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দীর্ঘ ৮ মাস যাবত তাঁহার সহিত বহুবার দেখা করিয়াও কার্ড পাইতে ব্যর্থ হই। অবশেষে কন্‌ট্রোলার সাহেবের নিকট অভিযোগ পেশ করি। তিনি অরুণ বাবুকে ডাকান। অরুণ বাবু আমাকে জানান আমি ২২শে মার্চ্চ ১৯৭২ কার্ড পাইব; এই আলোচনা কন্‌ট্রোলার সাহেবের সামনেই হয়। কিন্তু ২২শে মার্চ্চ কার্ড পাওয়া গেল না। পুনরায় কন্‌ট্রোলার সাহেবের নিকট অভিযোগ পেশ করি। অরুণ বাবু কন্‌ট্রোলার সাহেবের নিকট আসিয়া বলেন যে আমার দরখাস্ত হারাইয়া গিয়াছে। ইহার পর পুনরায় দরখাস্ত করি এবং ইন্সপেক্টার চিত্তবাবু তদন্ত করেন। আমি তাহার পর ১০ দিনের মধ্যে কার্ড পাই। যাহা ১০ দিনে পাওয়া যায় তাহার জন্য আমাকে প্রায় ৬০ দিন হাজিরা দিতে হইয়াছে ইহাতে যে সময় ও শ্রম অপচয় হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত এবং ইহা আমার অনেক দুর্গতির কারণ হইয়াছে। প্রশ্ন করিতে পারি কি আমার এই দুর্ভোগের জন্য দায়ী কে?

ওয়ার্ড নং ১০, ২৩।৫।৭২ বিনীত—
রাধানগর মহঃ খালেকুজ্জামান (চিটু)

করণিক আবশ্যক

পার দেওনাপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাশায় একজন করণিকের প্রয়োজন আছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল। উক্ত পদের জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে ৭।৬।৭২ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

সম্পাদক, পার দেওনাপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা
পোঃ দেওনাপুর, মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার নোটীশ

জঙ্গীপুর কলেজের ১৯৭২ ইং সনের কলেজ পত্রিকা "প্রবাহ" ছাপা, বাঁধাই, এবং প্রকাশনের জন্য অভিজ্ঞ প্রকাশক এবং ছাপাখানার মালিকদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের পৃথক পৃথক মূল্য উল্লেখপূর্ব্বক শীলমোহরযুক্ত খামে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

আনুমানিক ১০০ শত পৃষ্ঠার (½ সাইজ ক্রাউন পেপার) ১৭০০ সংখ্যা ছাপা হইবে।

টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ১০ই জুন ১৯৭২ (শনিবার) বেলা ৩ ঘটিকা।

টেণ্ডারের সহিত কাগজ এবং ছাপা হরপের নমুনা দিতে হইবে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ সর্ব্বনিম্নদরের টেণ্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

যাঁহার টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাকে অর্ডার প্রদানের এক মাসের মধ্যে পত্রিকাগুলি নিজ ব্যয়ে কলেজে পৌছাইয়া দিতে হইবে।

বিষয়:— (দর)

½ সাইজ ক্রাউন কাগজ (১২·৬ কে. জি.) (আর্ট কাগজ)। কভার পেপার (আর্ট) (১৬ কে. জি)। ফটো ব্লকের জন্য আর্ট কাগজ (১৬ কে. জি.)। ভাল ধরণের ছাপাই ও বাঁধান। প্রত্যেকটি ব্লকের দর (৭"×৫")। ব্লকের ছাপান দর। পত্রিকার কভার পেপারের উপর ব্লক ছাপান।

৩১।৫।৭২ শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর, অধ্যক্ষ

ট্রাক চাপা পড়ে মৃত্যু

গত ২৭শে মে বেলা ১১টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার কুলড়ী গ্রামের সন্নিকটে জাতীয় সড়কে আহিরণের ফুলবাস সেখ যখন কুলীদের রাস্তা সংস্কারের কাজ দেখাশোনা করছিল ঠিক সেই সময় ফরাক্কামুখী একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। ফুলবাস ঘটনাস্থলে মারা যায়। ট্রাকটির কোন সন্ধান মেলেনি।

॥ জঙ্গিপুরের কড়চা ॥

নাগরদোলা নাই

কাঠ ফাটা রোদে যখন চারিদিক ধুকছে এমন সময়ে তুলসী বিহারের মেলার আরম্ভ। এবার মেলায় ভীড় যথেষ্ট, বিপণিও কম নয়। মেলা প্রাঙ্গণ বুঝি দিনের তাপের চাইতেও আরও বেশী তপ্ত হয়ে উঠেছে অনেক মুখের মেলায় আর পসারীদের কথার কলকাকলিতে। তেলেভাজা আর পাঁপড়ের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। গম্ গম্ করছে মেলার একটি প্রান্ত পুতুল নাচের বাজিকরদের চড়া গলার সুরে ও স্বরে। এবারে এসেছে সার্কাস। গঙ্গার ধারে প্রাঙ্গণ সংলগ্ন মাঠে তার ছাউনি। সন্ধ্যার আবহাওয়া উত্তপ্ত ও ভ্যাপসা হলেও আকাশটা আলোকোজ্জ্বল সার্কাসের আলোয় আর চত্বরটা মুখরিত প্রচারবিদের অবিশ্রান্ত ঘোষণায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুরছে মেলার মাঠে, হাতে তাদের পাঁপড়ের ঠোঙা, মুখে ভেঁপু। কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছে—বুঝি তারা প্রসন্ন নয়। পুতুল নাচ, সার্কাস—সবই তো দেখা হলো। কিন্তু! দুঃখ তাদের—এবার নাগরদোলা নাই। দোল খাওয়া হলো না। দুঃখ শুধু কচি কাঁচাদের নয়—ক্ষোভ নাগর আর নাগরীদেরও। তাই তাদের ভাষায়—এবার মেলাটা জমলো না .....।

পরীক্ষা মানে টোকাটুকি!

গ্রীষ্মের তপ্ত আবহাওয়ায় বসে ভদ্রলোক কপ্ চাচ্ছিলেন পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা। আরে ছ্যা! ছ্যা! ঘেন্না ধরে গেল মশাই। পরীক্ষা মানেই টোকাটুকি আর টোকাটুকি মানে একেবারে গণটোকাটুকি! কি জানি কি আছে বিধাতার মনে। কবে হয়তো শোনা যাবে ঈশ্বর রক্ষা করুন।) ওটা মৌলিক অধিকার

—পার্শ্বের কলমে দেখুন

হয়ে স্বীকৃতি আদায় করে না বসে! এখন নাকি ওসব জিনিস 'দৃষ্টং অদৃষ্টম, শ্রুতং অশ্রুতম্' করে রাখাই ভাল। ভদ্রলোক গার্ড দেবার দায়িত্ব পেলে 'হলে' চোখ খোলেন না। কারণটা সাফ। যত পরীক্ষার্থী তার বেশী পুঁথিপত্তর। আর তাদের আশে পাশে এক নয়, দু'নয়—তারও বেশী Helper দের relay race এর চলে তুরুকৃদম খেলা। সাহায্যকারীদের কিছু বলতে গেলে নাকি তারা জ্ঞান দেয়, বলে—মশাই, পরীক্ষায় আর Sanctity নাই, secrecy তো তথৈবচ—বরং জেনে রাখুন পরীক্ষা হলে সাহায্য দেওয়া আর টোকাটুকি এখন—OPEN SECRET. বড় আশ্চর্য্য!

রান্নায় আনন্দ

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।